গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
প্রবাসী কল্যান ভবন (১৩ তলা)
ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং- এবাএখা/অওহি/ঋণ আদায়/৪০১৮/ ৭৩৪২ তারিখঃ ১৯/০৩/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সম্পদ হস্তান্তর এবং বিভিন্ন খাতে বিতরনকৃত টাকা আদায় ও সমিতির হিসাবে জমাকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ এবাএখা/অওহি/ঋণ আদায়/৪০১৮/৬৭১ তারিখঃ ২৯/০৩/২০১৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের মধ্যে গাভীসহ বিভিন্ন উপকরণ সহায়তা প্রদানের বিধানটি প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে সংশোধন করে সম্পদ প্রদানের পরিবর্তে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির স্থায়ী তহবিল গঠন করার বিধান সংশোধন করা হয় যা ১৩/০৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক পাশ হয়। পূর্বে বিতরনকৃত সম্পদ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করতে পারে বিধায় বিতরণকৃত সম্পদের একটি প্রতিকী মূল্য উপকারভোগী সদস্যদের নিকট হতে আদায় করে সমিতির তহবিলে জমা প্রদানের জন্য সূত্রস্থ স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশনা প্রতিপালন পূর্বক বহু গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে বিতরণকৃত সম্পদের অর্থ সমিতির তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে। তবে অনেক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ক্ষেত্রে তা এখনও প্রতিপালিত হয়নি। রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৯-২০১১ সময়ের বিআরডিবির অফিস নীরিক্ষাকালীন সময়ে সম্পদ আদায় না করার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে বিতরণকৃত সম্পদের অর্থ আদায় করার বিষয়ে মতামত দেয়া হয়। তবে উত্থাপিত আপত্তিটি যথাযথ হয়নি মর্মে তা প্রত্যাখঅনের জন্য অনুরোধ করা হলেও আপত্তি প্রত্যাহার করা যায়নি। এ বিষয়ে বিগত ২০/০৯/২০১৮ তারিখে বিআরডিবির সম্মেলণ কক্ষে অনুষ্ঠিত অডিট বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে,

"সম্পদের সর্বনিম্ন মূল্য বাবদ প্রকৃত আদায়যোগ্য মূল্য নির্ধারন করে উক্ত টাকা থেকে কত টাকা সমিতির তহবিলে জমা হয়েছে তা নির্ধারণ করে অবশিষ্ট টাকা আদায়পূর্বক সমিতির তহবিলে জমা নিশ্চিত করণের নিমিত্ত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সদর দপ্তর হতে অফিস আদেশ/পত্র জারি করতঃ উক্ত টাকা আদায়ের তদারকী করার শর্তে আপত্তিটি নিস্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলো"

এমতাবস্থায়, তার উপজেলা যে সকল গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যেদের মধ্যে বিতরণ কৃত সম্পদের মূল্য সূত্রস্থ স্মারক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী আদায় করে সমিতির হিসাবে জমা প্রদান করা হয়নি সে সকল সমিতির মধ্যে যারা সম্পদ পেয়েছিলেন তাদের নিকট হতে সম্পদ বাবদ অর্থ আদায় করে সমিতির তহবিলে জমা প্রদানের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

১৯.৩.১৯

(আবুবক্কর হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
.... উপজেলা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলোঃ
১. মহাপরিচালক, বিআরডিবি।
২. জেলা প্রশাসক...জেলা।
৩. উপপরিচালক, বিআরডিবি (সকল জেলা),..........................জেলা।
৪. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল), ...উপজেলা, ...জেলা।
৫. উপজেলা সমন্বয়কারী, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, ...উপজেলা, ...জেলা।

সম্পদ হস্তান্তর ও বিভিন্ন খাতে বিতরণকৃত টাকা আদায় (671, 29/03/13)

Written by Administrator

Sunday, 31 March 2013 12:49

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প
পল্লী ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং- এবাএখা/অওহি/ঋণ আদায়/ ৪০১৮/ ৬৭১ তারিখ : ২৯/০৩/২০১৩ খ্রিঃ

বিষয় ঃ সম্পদ হস্তান্তর এবং বিভিন্ন খাতে বিতরণকৃত টাকা আদায় ও সমিতির হিসাবে জমাকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, প্রথম পর্যায়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে সম্পদ হস্তান্তরের নিমিত্ত প্রতি উপজেলায় পুরাতন ২০টি সমিতিতে ৫টি করে মোট ১০০টি পরিবারে ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা মূল্যমানের ১টি করে মোট ১০০টি গাভী, ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা করে ৪৪টি পরিবারকে ঢেউটিন/টিউবওয়েল, পরিবার প্রতি ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা করে ৩০টি পরিবারকে হাঁস-মুরগী পালন, ৬০ টি পরিবারকে ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা করে সব্জি চাষ এবং গাছের চারা ক্রয়ের জন্য ৯০ টি পরিবারের মাঝে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা করে বিতরন করা হয়।

পরবর্তীতে ১৩.০৯.০২১১খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব নতুনভাবে অনুমোদিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বর্তমান সম্পদ/সঞ্চয়/বোনাস /আবর্তক ঋণসহ ইতোপূর্বে সম্পদ হস্তান্তর বাবদ বিতরণকৃত টাকা সমিতির তহবিল হিসাবে গণ্য। উক্ত খাতে বিতরণকৃত অর্থ মওকুফ করার কোন সুযোগ নেই বিধায় সম্পদ হস্তান্তর বাবদ বিতরণকৃত শুধুমাত্র আসল টাকা কিস্তিতে অথবা এককালীন সংশ্লিষ্ট সম্পদ গ্রহনকারীর নিকট হতে আদায় করে সমিতির হিসাবে জমা করে তহবিল বৃদ্ধি করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে অনেক উপজেলার গ্রাম সমিতিতে এ সকল সম্পদ হস্তান্তর খাতের টাকা আদায় করে সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে এবং উপকারভোগীগন সমিতির সদস্য হিসেবে পুনরায় ঋণ সুবিধা পেয়ে আয়বর্ধক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও এখনো পূর্বে প্রদানকৃত সম্পদের অর্থ আদায় নিশ্চিত করা হয়নি। কোথাও আবার স্বাভাবিক ঋণের কিস্তি আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। অনুরূপভাবে স্বাভাবিক ঋণ ও সম্পদ হস্তান্তর বাবদ বিতরণকৃত টাকা আদায় পূর্বক গ্রাম সমিতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তহবিল বৃদ্ধি, আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবায়নসহ আর্থিক শৃংখলা,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরী। একইসাথে সমিতির সকল সদস্যের সমান অংশিদারিত্ব, দায়-দায়িত্ব,অধিকার এবং আনুগত্যে'র বিষয়টি সুদৃঢ় করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন। এপ্রেক্ষিতে সমিতির কর্মকান্ড গতিশীল করার জন্য কোন প্রকার সার্ভিস চার্জ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী'র নিকট হতে ইতোপূর্বে হস্তান্তরকৃত সম্পদের সর্বনিম্ন মূল্য যেমন ঃ গরু-১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা, টিন/টিউবওয়েল ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা এবং হাঁস-মুরগী ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা হারে আদায় করে সমিতির তহবিলে জমা করতে হবে। বর্তমানে গৃহীত ঋণের অর্থ ও কিস্তি তে আদায় করে সমিতির তহবিলে জমাদান নিশ্চিত করতে হবে।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতিটি সমিতিতে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সদসদ্যদের মাঝে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ও মতবিনিময় করে সম্মিলিতভাবে উদ্দ্যোগ গ্রহনের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। একইসাথে প্রকল্পের বিদ্যমান ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী গৃহিত সম্পদের (গাভী/টিন/হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি) টাকা অর্ধেক পরিশোধকারী সদস্যদেরকে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুনভাবে অনুর্ধ্ব ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা এবং সম্পূর্ন পরিশোধকারীকে সর্বোচ্চ ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে। মনেরাখতে হবে পূর্বের ও বর্তমানে প্রদত্ত সরকারী এ অর্থ ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ বা তছরুপ করা যাবে না। এটি পরিপূর্ণভাবে সমিতির নিজস্ব তহবিল। উক্ত তহবিল যথা নিয়মে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সমিতির। কোন সমিতিতে অনুরূপ কোন অনিয়ম বা স্বদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে সমিতি বন্ধ ও অর্থ আদায়সহ যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রয়োজনে এ পত্রটি ফটোকপি করে সমিতিতে বিতরণ করা যেতে পারে।

বিষয়টি অতীব জরুরী ও গুরুত্বপুর্ণ।

ড. প্রশান্ত কুমার রায়
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম -সচিব)

উপজেলা নিবার্হী অফিসার (সকল)
.... উপজেলা।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ
১। জেলা প্রশাসক (সকল), ...জেলা।
২। উপপরিচালক, বিআরডিবি (সকল জেলা), ...জেলা।
৩। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল), ...উপজেলা, ...জেলা।
৪। উপজেলা সমন্বয়কারী (সকল), একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, ... উপজেলা, ...জেলা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ
১। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।